

প্রথম দারস

الدرس الأول

তাওহীদ ও তার প্রকারসমূহ

التوحيد وأنواعه

মহান আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীতে এবং তাঁর জন্য ওয়াজিব ইবাদত সমূহে তাঁকে একক জানা ও মানার নাম তাওহীদ। আর এটাই হলো আল্লাহর মহান নির্দেশ। তিনি বলেন,

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ১]

“বলুন, তিনি আল্লাহ, একক।” (ইখলাসঃ ১) তিনি সূরা যারিয়াত ও সূরা নিসায় বলেন,

“আমি জ্বিন ও মানব জাতিকে কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি।” (সূরা যারিয়াত ৫৬) তিনি আরো বলেন, “আল্লাহরই ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করো না।”

তাওহীদ তিন প্রকারঃ

তাওহীদে রুবুবিয়াহ, তাওহীদে উলুহিয়াহ, তাওহীদে আসমা অসসিফাত।

প্রথমতঃ তাওহীদে রুবুবিয়াহ

আল্লাহকে একক স্রষ্টা, সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করা। তিনিই আহরদাতা, জীবন ও মৃত্যুর মালিক। আকাশমন্ডল ও যমীনের বাদশাহী তাঁরই। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَانْتَبِهُوا ﴾ [فاطر: ৩]

“আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে রিযিক দান করে?” (সূরা ফাতিরঃ ৩) তিনি আরো বলেন,

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ১]

“অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্তা, যাঁর মুঠির মধ্যে রয়েছে (সমগ্র সৃষ্টিলোকের) কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান।” (সূরা মুল্কঃ ১) আর মহান আল্লাহর কর্তৃত্ব সমগ্র সৃষ্টিলোককে পরিব্যাপ্ত। তিনি যেভাবে চান পরিচালনা করেন। অনুরূপ আল্লাহ পাকই একমাত্র পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক। তিনিই তাঁর সৃষ্টিকে পরিচালিত করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন,

“শুনে রেখো, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং নির্দেশ দান করা। তিনি বরকতময়, সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।” (আরাফঃ ৫৪) আর তাঁর এই তত্ত্বাবধায়কত্ব সমস্ত সৃষ্টিকুলে পরিব্যাপ্ত। খুব কম সংখ্যক মানুষই এই তাওহীদকে অস্বীকার করেছে। আবার এরা মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও এদের অন্তর এর স্বীকৃতি দিয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ সূরা নামালে বলেন,

“তারা অন্যায় ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে এই নিদর্শনগুলো অস্বীকার করলো; অথচ তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলো।” (সূরা নামালঃ ১৪) তবে কেবল এই তাওহীদের স্বীকৃতি স্বীকৃতিদাতার কোন উপকারে আসবে না। যেমন মুশরিকদের স্বীকৃতি তাদের কোন উপকারে আসে নি। যেম আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন,

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ [العنكبوت: ৬১]

“যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছে, কে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে ‘আল্লাহ’। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।” (সূরা আনকাবুতঃ ৬১)